

নবীদের কাহিনী

বিভাগ/অধ্যায়ঃ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) - মাদানী জীবন রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

খন্দক যুদ্ধ (غزوة الأحزاب) ৫ম হিজরীর শাওয়াল ও যুলকা দাহ (মার্চ ৬২৬ খৃ.)

'খন্দক' অর্থ পরিখা। এই যুদ্ধে মদীনার প্রবেশপথে দীর্ঘ পরিখা খনন করা হয়েছিল বলে একে খন্দকের যুদ্ধ বলা হয়। 'আহ্যাব' অর্থ দলসমূহ। মদীনা রাষ্ট্রকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য কুরায়েশদের মিত্র দলসমূহ এক হয়েছিল বিধায় একে 'আহ্যাবের যুদ্ধ' বলা হয়।

মদীনা থেকে বনু নাযীর ইহুদী গোত্রটিকে খায়বরে নির্বাসনের মাত্র ৭ মাসের মাথায় খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। খন্দকের এই যুদ্ধ ছিল মদীনার উপরে পুরা হিজাযব্যাপী শক্র দলগুলির এক সর্বব্যাপী হামলা। যা ছিল প্রায় মাসব্যাপী কষ্টকর অবরোধের এক দুঃসহ অভিজ্ঞতাপূর্ণ অভিযান। এই যুদ্ধে শক্র সৈন্যের সংখ্যা ছিল ১০,০০০। যা ছিল মদীনার আবাল-বৃদ্ধ-বিণিতা মিলে মোট জনসংখ্যার চাইতে বেশী। মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল ৩০০০। কিন্তু তারা যে অভিনব যুদ্ধকৌশল অবলম্বন করেন, তা পুরা আরব সম্প্রদায়ের নিকটে ছিল অজ্ঞাত। ফলে তারা হতাশাগ্রস্ত ও পর্যুদন্ত হয়ে অবশেষে পিছু হটতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধের নেপথ্যচারী ছিল মদীনা থেকে বিতাড়িত বনু নাযীর ইহুদী গোত্রের নেতারা। মদীনার শনৈঃশনৈঃ উন্নতি দেখে হিংসায় জর্জরিত খায়বরে বিতাড়িত বনু নাযীরের ইহুদী নেতারা ২০ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে মন্ধার কুরায়েশ নেতৃবৃন্দ এবং নাজদের বেদুঈন গোত্র বনু গাত্বফান ও অন্যান্য বড় বড় গোত্রের কাছে প্রেরণ করে। তারা সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সকলের সাধারণ শক্র মুসলিম শক্তিকে নির্মূল করার জন্য প্ররোচিত করে। ফলে সমস্ত আরবে মদীনার বিরুদ্ধে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। অতঃপর আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে কেনানা ও তেহামা গোত্রের মিত্রবাহিনী মিলে ৪,০০০ এবং বনু সুলায়েম ও বনু গাত্বফানের বিভিন্ন গোত্রের ৬,০০০ মোট দশ হাযার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী সমুদ্র তরঙ্গের মত গিয়ে মদীনায় আপতিত হয়' (আর-রাহীক ৩০১-০৩, ৩০৬ পঃ)।

অতঃপর অভিজ্ঞ ছাহাবীগণের সাথে পরামর্শ মোতাবেক রাসূল (ছাঃ) মদীনার উত্তর মুখে ওহোদের দিকে দীর্ঘ পরিখা খনন করেন এবং তার পিছনে ৩,০০০ সুদক্ষ সৈন্য মোতায়েন করেন।[1] এর কারণ ছিল এই যে, তিনদিকে পাহাড় ও খেজুর বাগিচা বেষ্টিত মদীনা নগরী প্রাকৃতিক ভাবে সুরক্ষিত দুর্গের মত ছিল। কেবল উত্তর



দিকেই মাত্র খোলা ছিল। যেদিক দিয়ে শক্রদের হামলার আশংকা ছিল। এখানে পরিখা খনন করা হয়। যার দৈর্ঘ্য ছিল ৫০০০ হাত, প্রস্থ ৯ হাত ও গভীরতা ৭ থেকে ১০ হাত। প্রতি ১০ জনকে ৪০ হাত করে খননের দায়িত্ব দেওয়া হয়' (সীরাহ ছহীহাহ ২/৪২০-২১)। রাসূল (ছাঃ) মদীনার অভ্যন্তর ভাগের সালা' (سَلْم) পাহাড়কে পিছনে রেখে তাঁর সেনাবাহিনীকে খন্দকমুখী করে সন্নিবেশ করেন এবং নারী ও শিশুদেরকে বনু হারেছার ফারে' (فَارِع) দুর্গে রেখে দেন। যা ছিল মুসলমানদের সবচেয়ে মযবুত দুর্গ' (সীরাহ ছহীহাহ ২/৪২৫)।

মুসলিম বাহিনী তীর-ধনুক নিয়ে সদাপ্রস্তুত থাকেন, যাতে শক্ররা পরিখা উপকে বা ভরাট করে কোনভাবেই মদীনায় ঢুকতে না পারে। মুসলিম বাহিনীর এই নতুন কৌশল দেখে কাফের বাহিনী হতচকিত হয়ে যায়। ফলে তারা যুদ্ধ করতে না পেরে যেমন ভিতরে ভিতরে ফুঁসতে থাকে, তেমনি রসদ ফুরিয়ে যাওয়ার ভয়ে আতংকিত হ'তে থাকে। মাঝে-মধ্যে পরিখা অতিক্রমের চেষ্টা করতে গিয়ে তাদের ১০ জন নিহত হয়। অমনিভাবে তাদের তীরের আঘাতে মুসলিম পক্ষে ৬ জন শহীদ হন'।[2] উক্ত ৬জন হ'লেন, আউস গোত্রের বনু আব্দিল আশহাল থেকে গোত্রনেতা সা'দ বিন মু'আয, আনাস বিন আউস ও আব্দুল্লাহ বিন সাহল। খাযরাজ গোত্রের বনু জুশাম থেকে তুফায়েল বিন নু'মান ও ছা'লাবাহ বিন গানমাহ। বনু নাজ্জার থেকে কা'ব বিন যায়েদ। যিনি একটি অজ্ঞাত তীরের মাধ্যমে শহীদ হন (ইবনু হিশাম ২/২৫২-৫৩)। এঁদের মধ্যে আহত সা'দ বিন মু'আয (রাঃ) বনু কুরায়যা যুদ্ধের শেষে মারা যান (ইবনু হিশাম ২/২২৭)।

অতঃপর আল্লাহর সাহায্য নেমে আসে। একদিন রাতে হঠাৎ প্রচন্ড ঝঞ্চাবায়ু এসে কাফেরদের সবকিছুকে লন্ডভন্ড করে দেয়। অতঃপর তারা ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যায়। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন, عَنُولًا الْذَيْنُ آمِنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةُ عَنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর, যখন তোমাদের নিকট এসেছিল সেনাদল সমূহ। অতঃপর আমরা তাদের উপরে প্রেরণ করলাম তীব্র ঝঞ্জাবায়ু এবং এমন সেনাবাহিনী যাদেরকে তোমরা দেখিন। আর আল্লাহ তোমরা যা কর তা দেখেন' (আহ্যাব ৩৩/৯)।

এভাবে ফেরেশতা পাঠিয়ে আল্লাহ সরাসরি সাহায্য করেছেন হিজরতকালে যখন রাসূল (ছাঃ) ও আবুবকর (রাঃ) দু'জনে ছওর গিরিগুহায় আত্মগোপন করেছিলেন' (তওবা ৯/৪০), অতঃপর বদর যুদ্ধে (আলে ইমরান ৩/১২৩-২৬), অতঃপর হোনায়েন যুদ্ধে (তওবা ৯/২৫-২৬)। এতদ্ব্যতীত তিনি ও ছাহাবায়ে কেরাম এবং যুগে যুগে তাঁর সনিষ্ঠ অনুসারী মুমিনগণ সর্বদা সাহায্য পেয়েছেন ও পাবেন ইনশাআল্লাহ।



তাদের মত অবস্থা আসেনি, যারা তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে। নানাবিধ বিপদ ও দুঃখ-কষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করেছিল ও তারা ভীত-কম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তার সাথী মুমিনগণ বলতে বাধ্য হয়েছিল যে, কখন আল্লাহর সাহায্য আসবে? জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য অতীব নিকটবর্তী' (বাক্লারাহ ২/২১৪)। কুরতুবী বলেন, অধিকাংশ মুফাসসির বলেছেন যে, অত্র আয়াতটি খন্দক যুদ্ধের সময় নাযিল হয়' (কুরতুবী, তাফসীর উক্ত আয়াত)। অতএব এই বিজয় রাসূল (ছাঃ)-এর দো'আ কবুলের প্রমাণ বৈ কি!

হ্যায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) বলেন, খন্দক যুদ্ধের শেষ রাতে যখন প্রচন্ড ঝঞ্ঝাবায়ু আসে এবং সবদিকে ঠান্ডা হয়ে যায়, তখন রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, কে আছ যে আমাকে শক্রু পক্ষের খবর এনে দিতে পারবে? সে আমার সঙ্গে জান্নাতে থাকবে'। কথাটি রাসূল (ছাঃ) দু'বার বললেন। কিন্তু কেউ জবাব দিল না। অবশেষে তিনি আমার নাম ধরে বললেন, দাঁড়াও হে হুযায়ফা! আমাদের জন্য খবর নিয়ে এস এবং তাদেরকে যেন আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করো না। অতঃপর আমি উঠলাম এবং এমন আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে চলতে থাকলাম যেন তা গরম (অর্থাৎ ঠান্ডা বাতাস ও ঝড়ের কোন প্রকোপ ছিল না)। আমি চলতে থাকলাম এবং পৌঁছে গিয়ে দেখলাম যে, আবু সুফিয়ান আগুন জ্বালিয়ে দেহ গরম করছেন। আমি তীর তাক করলাম। কিন্তু রাসূল (ছাঃ)-এর নিষেধাজ্ঞা স্মরণ হওয়ায় বিরত হ'লাম। অতঃপর ফিরে এসে সব খবর জানালাম। তখন রাসূল (ছাঃ) তাঁর মন্তকাবরণ 'আবা'-র একটি অংশ আমার গায়ের উপর দিলেন। তাতে আমি ঘুমিয়ে গেলাম। কিছু পরে তিনি আমাকে ডাকলেন, ঠুইটা টুঠ হে ঘুমন্ত! (মুসলিম হা/১৭৮৮)।

উল্লেখ্য যে, কাফের পক্ষের পরাজয়ের কারণ হিসাবে দু'টি বিষয় বর্ণিত হয়েছে, যা প্রসিদ্ধ হ'লেও বিশুদ্ধ নয়।[4] আমরা মনে করি, আহ্যাব যুদ্ধে বিজয়ের জন্য কোনরূপ 'যঈফ ও সন্দবিহীন' বর্ণনার আশ্রয় নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। বরং এ ব্যাপারে আল্লাহই পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন যে, তিনি তীব্র ঝঞ্জাবায়ু এবং তাঁর অদৃশ্য সেনাবাহিনী অর্থাৎ ফেরেশতাদের মাধ্যমে বিজয় দান করেছিলেন।

অতঃপর যুদ্ধ শেষে যুলকা'দাহ মাসের সাত দিন বাকী থাকতে বুধবার পূর্বাহ্নে রাসূল (ছাঃ) মদীনায় ফিরে আসেন'।[5]

ফুটনোট

[1]. আর-রাহীক্ব ৩০৫-০৬ পৃঃ।

এখানে প্রসিদ্ধ আছে যে, (১) পারস্য থেকে হিজরতকারী ছাহাবী সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর পরামর্শক্রমে পরিখা খননের এই নতুন যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন করা হয়' (আর-রাহীক ৩০৩ পৃঃ)। যা বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত নয়। কেননা এটির খবর 'মুরসাল' (মা শা-'আ ১৬২ পৃঃ)। ইবনু হিশাম এটি বিনা সনদে উল্লেখ করে বলেন, يُقَالُ: إِنَّ سَلْمَانَ بِهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أَجْمَعُوا لَهُ مِنْ الْأَمْرِ، ضَرَبَ الْخَنْدَق (ছাঃ)-কে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন' (ইবনু হিশাম ২/২২৪)। অথচ ইবনু ইসহাক এব্যাপারে কিছু না বলেই বর্ণনা করেন যে, وَمَا أَجْمَعُوا لَهُ مِنْ الْأَمْرِ، ضَرَبَ الْخَنْدَق (ছাঃ) فَعَمِلَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْغِيبًا لِلْمُسْلِمِينَ فِي الْأَجْرِ সিমিলত বাহিনীর আগমন সংবাদ শুনলেন, তখন তিনি মদীনার প্রবেশ মুখে পরিখা খনন করতে বললেন।



অতঃপর তিনি নিজে তাতে অংশগ্রহণ করেন উক্ত নেকীর কাজে মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করার জন্য' (ইবনু হিশাম ২/২১৬)। অতএব এটাই সঠিক কথা যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহর নির্দেশ (আলে ইমরান ৩/১৫৯) মোতাবেক সকল বৈষয়িক বিষয়ে অভিজ্ঞ ছাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করতেন। সালমান ফারেসী (রাঃ) তাদের মধ্যে থাকাটা মোটেই অসম্ভব নয়।

সালমান ফারেসী(سلمان الفارسي) : আবু আব্দুল্লাহ সালমান পারস্যের রামহুরমুয অথবা ইক্ষাহান এলাকার অধিবাসী ছিলেন। মজুসী ধর্মনেতা পিতা তাকে অগ্নি প্রজ্জ্বলন ও উপাসনার কাজে সারাক্ষণ বন্দী রাখতেন। তিনি বলেন, আমার পিতার একটি বড় শস্যক্ষেত ছিল। একদিন আমাকে তিনি সেখানে পাঠান। যাওয়ার পথে আমি একটি গীর্জা অতিক্রম করলাম। তখন তারা ছালাত আদায় করছিল। বিষয়টি আমার কাছে খুব ভাল লাগল এবং আমি বললাম, আল্লাহর কসম! এটি আমাদের দ্বীনের চাইতে উত্তম। এভাবে সন্ধ্যা হয়ে গেল। কিন্তু আমি শস্যক্ষেতে গেলাম না। আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় গেলে আমি এই দ্বীন পাব? তারা বলল, শামে গেলে পাবেন। অতঃপর আমি পিতার নিকটে ফিরে এলাম। তিনি বললেন, কোথায় ছিলে? শস্যক্ষেত্রে যাওনি কেন? আমি ঘটনা বললাম। তখন তিনি বললেন, ওদের দ্বীনের চাইতে তোমার ও তোমার বাপ-দাদার দ্বীন উত্তম। আমি বললাম, কখনই না। আল্লাহর কসম! ঐ দ্বীন আমাদের দ্বীনের চাইতে উত্তম। অতঃপর তিনি আমার পায়ে বেড়ী দিয়ে ঘরে বন্ধ করে রাখলেন। তখন আমি খ্রিষ্টানদের গীর্জায় খবর পাঠালাম যে, শাম যাত্রী কোন কাফেলা এলে আমাকে খবর দিতে। বেশ কিছদিন পর আমি উক্ত খবর পেয়ে লোহার বেড়ী খুলে গোপনে তাদের সাথী হয়ে গেলাম। অতঃপর শামে পৌঁছে শেষনবী সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে থাকি।... অবশেষে বহুদিন পর আমি ক্রীতদাস হিসাবে ইয়াছরিবে নীত হই। ইতিমধ্যে রাসূল (ছাঃ) হিজরত করে আসেন এবং খ্রিষ্টান পাদ্রীদের বর্ণিত আলামত সমূহ পরীক্ষা করে আমি তাঁর ব্যাপারে নিশ্চিত হই। অতঃপর আমি তাঁর নিকট ইসলামের উপর বায়'আত গ্রহণ করি। ইতিমধ্যে রাসূল (ছাঃ) বদর ও ওহোদ যুদ্ধ হ'তে ফারেগ হন। একদিন তিনি আমাকে বলেন, হে সালমান! তুমি তোমার মনিবের সাথে চুক্তিবদ্ধ হও। তখন আমি ৩০০ খেজুর গাছ লাগানো ও তাজা করা এবং ৪০ উক্নিয়ার বিনিময়ে চুক্তিবদ্ধ হ'লাম। রাসূল (ছাঃ) সবাইকে বললেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের মুক্তিতে সাহায্য কর। তখন সবাই খেজুরের চারা দিয়ে আমাকে ৩০০ পূর্ণ করে দিলেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর পূর্ব নির্দেশ মতে আমি তাঁকে ডেকে আনলাম এবং তিনি একটি চারা নিজ হাতে লাগালেন। যার হাতে আমার জীবন, তার কসম করে বলছি, এর ফলে একটি চারাও মরেনি এবং সবগুলি দ্রুত তাজা হয়ে ওঠে। অতঃপর রাসুল (ছাঃ) ডিমের ন্যায় একটি সোনার টুকরা আমাকে দিলেন। যা ছিল ৪০ উক্নিয়ার সমান। অতঃপর আমি সেগুলি মনিবকে দিয়ে দাসত্ব হ'তে মুক্ত হই। এরপরে আমি খন্দকের যুদ্ধে যোগদান করি এবং পরবর্তী সকল যুদ্ধে রাসুল (ছাঃ)-এর সাথে অংশগ্রহণ করি' (আহমাদ হা/২৩৭৮৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮৯৪)।

রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক মুক্ত হওয়ায় তিনি তাঁর 'মুক্তদাস' (مولی) হিসাবে গণ্য হ'তেন। তিনি ইনজীল ও কুরআনে পারদর্শী ছিলেন। এজন্য তাঁকে 'দুই কিতাবের পন্ডিত' (صاحب الكتابين) বলা হ'ত। অত্যন্ত পরহেযগার ও দুনিয়াত্যাগী ছিলেন। পরবর্তীতে মাদায়েনের গবর্ণর হওয়া সত্ত্বেও নিজ হাতে খেজুরের পাতা দিয়ে চাটাই বানিয়ে তার বিক্রয়লব্ধ আয় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। ধনীর দুলাল হওয়া সত্ত্বেও স্রেফ শেষনবীর সন্ধানে ১০ থেকে ১৯ জন মনিবের ক্রীতদাস হ'তে হ'তে অবশেষে তিনি 'আল্লাহর দাস' হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। নাম জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন, أنا سلمان ابن الإسلام من بني آدم 'আমি ইসলামের বেটা সালমান একজন আদম সন্তান'।



তাঁর ইশারাতেই খন্দক যুদ্ধে পরিখা খনন করা হয় বলে প্রসিদ্ধি আছে। তিনি ২৫০ মতান্তরে ৩৫০ বছরের দীর্ঘ জীবন পেয়েছিলেন। ৩৫ অথবা ৩৬ হিজরীতে হযরত ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতকালে মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন (আল-ইছাবাহ, সালমান আবু আব্দুল্লাহ ক্রমিক ৩৩৫৯; আল-ইস্তী'আব)।

(২) পরিখা খননের সময় মুহাজির ও আনছারগণ প্রত্যেকেই সালমান ফারেসীকে নিজেদের দলভুক্ত বলে দাবী করেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বলেন, سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلُ الْبَيْتِ 'সালমান আমাদের পরিবারভুক্ত' (হাকেম হা/৬৫৪১; ইবনু হিশাম ২/২২৪)। বর্ণনাটির সনদ যঈফ। আলবানী বলেন, বরং খবরটি আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। যা মওকূফ ছহীহ। বর্ণনাটি হ'ল, আলী (রাঃ)-কে বলা হ'ল, আমাদেরকে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সাথীদের বিষয়ে বর্ণনা করুন। জবাবে তিনি বললেন, তাঁদের কার সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাস করছ? তারা বলল, সালমান। তিনি বললেন, তিনি প্রথম যুগের এবং শেষ যুগের ইল্ম প্রাপ্ত হয়েছেন। যা এমন এক সমুদ্র, যার তলদেশ পাওয়া যায় না। তিনি আমাদের পরিবারভুক্ত' (যঈফাহ হা/৩৭০৪-এর আলোচনা; মা শা-'আ ১৬৫ পৃঃ)।

[2]. আর-রাহীক ৩০৭ পৃঃ; রহমাতুল্লিল 'আলামীন ২/১৯১।

লেখক মানছ্রপুরী বলেন, এ যুদ্ধ সম্পর্কে ভবিষ্যঘাণী করে আল্লাহ বলেন, أُمْ يَقُوْلُوْنَ نَحْنُ جَمِيْعٌ مُنْتَصِرٌ، سَيُهُزَمُ وَيُولُوْنَ الحُبُرَ الحَبُرَ وَيُولُوْنَ الحَبُرَ الحَبُرَ الحَبُرَ وَيَعْ وَيُولُوْنَ الحَبُرَ الحَبُرَ الحَبُرَ الحَبُرَ الحَبُرَ الحَبْرَ الحَبْرَا الحَبْرَ الحَبْرَالِ الحَبْرَ الحَبْرَ الحَبْرَا الحَبْرَ الْمُعْرَالُ الْمُرْمِ الْ

[3]. বুখারী হা/২৯৩৩; মুসলিম হা/১৭৪২ (২**১**); মিশকাত হা/২৪২৬।

[4]. যেমন এ সময় রাসূল (ছাঃ) দু'টি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। (১) মদীনার এক তৃতীয়াংশ উৎপন্ন ফসল দিয়ে শত্রুপক্ষের সঙ্গে সদ্ধি করা। (২) শত্রু সেনাদল সমূহের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করে তাদের একে অপর থেকে পৃথক করে ফেলা (আর-রাহীক ৩১১ পৃঃ)। প্রথম লক্ষ্য অর্জনে তিনি বনু গাত্বফানের দুই নেতা ওয়ায়না বিন হিছন ও হারেছ বিন 'আওফের সঙ্গে সন্ধির চিন্তা করেন। যাতে তারা তাদের সেনাদল নিয়ে ফিরে যায়। অতঃপর তিনি উক্ত বিষয়ে দুই সা'দের মতামত জানতে চাইলেন। তারা বললেন, يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ كَانَ اللهُ أَمْرَكَ بِهَذَا فَسَمْعًا 'হে আল্লাহর রাসূল! যদি আল্লাহ এ বিষয়ে আপনাকে নির্দেশ দিয়ে থাকেন, তবে সেটা করুন। কিন্তু যদি আপনি এটা আমাদের স্বার্থে করতে চান, তবে এতে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই'। কেননা যখন আমরা এবং এসব লোকেরা শিরক ও মূর্তিপূজার মধ্যে ছিলাম, তখন তারা আমাদের একটি শস্যদানারও লোভ করার সাহস করেনি। আর এখন তো আল্লাহ আমাদেরকে ইসলামের দ্বারা সম্মানিত করেছেন। আমাদেরকে হেদায়াত দান করেছেন ও আপনার মাধ্যমে ইয়েযত প্রদান করেছেন। এখন কেন



আমরা তাদেরকে আমাদের ধন-সম্পদ প্রদান করব'? তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের মতামতকে সঠিক গণ্য করেন ও বলেন, إِنَّمَا هُوَ شَيْءً أَصْنَعُهُ لَكُمْ لَمَّا رَأَيْتُ الْعَرَبَ قَدْ رَمَتْكُمْ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ 'সমগ্র আরব তোমাদের দিকে একই সাথে অস্ত্রসমূহ তাক করেছে দেখে শুধু তোমাদের স্বার্থেই আমি এরূপ করতে চেয়েছিলাম' (আর-রাহীক্র ৩১১ পৃঃ; যাদুল মা'আদ ৩/২৪৪; মুছান্নাফ আব্দুর রায্যাক হা/৯৭৩৭; ইবনু হিশাম ২/২২৩। বর্ণনাটির সনদ 'মুরসাল' বা যঈফ (তাহকীক, ইবনু হিশাম ক্রমিক ১৩৬১)।

দিন্তায় লক্ষ্য অর্জনে তিনি জনৈক ব্যক্তিকে কাজে লাগান। যেমন বলা হয়েছে যে, বনু কুরায়যার চুক্তিভঙ্গে দুশ্চিন্তাগ্রন্ত রাসূলকে সান্ত্বনা দেবার জন্য এলাহী ব্যবস্থা স্বরূপ আবির্ভূত হন শক্রপক্ষের জনৈক ব্যক্তি বনু গাত্বফানের নু'আইম বিন মাসউদ আশজাঈ। তিনি এসে ইসলাম কবুল করেন ও রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে যুদ্ধের জন্য নির্দেশ কামনা করেন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে ইহুদী বনু কুরায়যা ও কুরায়েশ বাহিনীর মধ্যকার সহযোগিতা চুক্তি বিনষ্ট করার জন্য কৌশলের আশ্রয় নেবার নির্দেশ দিয়ে বলেন, فَذَلْ عَنَّا إِنْ السُتَطَعْتَ، فَإِنْ 'র্মদি তুমি পার, তবে তুমি আমাদের পক্ষে ওদের মনোবল ভেঙ্গে দাও। কেননা যুদ্ধ হ'ল কৌশলের নাম' (আর-রাহীক ৩১২ পৃঃ)। বর্ণনাটি সনদ বিহীন। তবে বর্ণনাটির শেষাংশ نَحُدْعَةُ (বুখারী হা/৩৬১১; মুসলিম হা/১০৬৬; মিশকাত হা/৩৯৩৯, ৫৪১৮)।

উক্ত নির্দেশ পেয়ে নু'আইম বিন মাসউদ শাওয়াল মাসের এক শনিবারে ইহূদীদের সাপ্তাহিক পবিত্র দিনে বনু কুরায়যার কাছে যান এবং বলেন, কুরায়েশ পক্ষকে আপনারা সাহায্য করবেন না। কেননা যুদ্ধে হার-জিত যাই-ই ইেক, তারা চলে যাবে। কিন্তু আপনারা এখানে থাকবেন। তখন মুসলমানেরা আপনাদের উপর প্রতিশোধ নিবে। অতএব কুরায়েশদের কিছু লোককে বন্ধক রাখার শর্ত করা ব্যতীত আপনারা তাদের সাহায্য করবেন না। এতে তারা রায়ী হয়। অন্যদিকে কুরায়েশ পক্ষকে গিয়ে তিনি বলেন, মুহাম্মাদের সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করায় ইহূদীরা লজ্জিত। এক্ষণে তারা আপনাদের সাহায্য করবে না, যতক্ষণ না আপনারা তাদের কাছে আপনাদের কিছু লোককে বন্ধক রাখেন। পরে উভয় পক্ষ পরস্পরের কাছে গেলে একই কথা শোনে এবং তাদের মধ্যে পরস্পরে অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। ফলে সহযোগিতা চুক্তি ভেঙ্গে যায় এবং এভাবে নু'আইমের কূটনীতি সফল হয়' (ইবনু হিশাম ২/২২৯-৩১)। ইবনু ইসহাক ঘটনাটির সন্দ উল্লেখ করেননি। ফলে বর্ণনাটি প্রসিদ্ধ হ'লেও বিশুদ্ধ নয় (সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৭৭৭; মা শা-'আ ১৭০ প্রঃ)।

ইসহাক-এর বরাতে বর্ণনা করে বলেন, নু'আইম একজন চোগলখোর (رَجُلاً نَمُومًا) ব্যক্তি ছিলেন। যিনি একজনের কথা অন্যজনকে লাগিয়ে কার্যসিদ্ধিতে পটু ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ডেকে বলেন, ইহূদীরা আমার কাছে খবর পাঠিয়েছে যে, কুরায়েশ ও গাত্বফানের কোন একজন নেতাকে তাদের নিকট বন্ধক রাখলে তারা তাদের সাথী হয়ে যুদ্ধ করবে, নইলে নয়। তুমি এ কথাটি উভয় পক্ষকে গিয়ে বল'। তখন নু'আইম দ্রুত বেরিয়ে গিয়ে ইহূদী বনু কুরায়যা ও কুরায়েশ উভয় পক্ষকে উক্ত কথা বলেন। ফলে তাদের মধ্যকার সিদ্ধি ভঙ্গ হয়ে যায়। আর এটাই ছিল তাদের পরাজয়ের কারণ' (ফাৎছ্ল বারী হা/৪১০৫-এর আলোচনা, ৭/৪০২ পৃঃ)। মূলতঃ উক্ত বর্ণনাটি ইবনু ইসহাকের নয়। বরং বায়হাকী দালায়েলুন নবুঅতের এবং সেটিও যঈফ (দালায়েল ৩/৪৪৭ পৃঃ; মা শা-'আ ১৭০-৭২ পৃঃ)।



ইহূদীদের উক্ত বদ স্বভাবের বিষয়ে দেখুন সূরা বাক্বারাহ ২/১২০, সূরা আনফাল ৮/৫৫-৫৬ প্রভৃতি। আধুনিক যুগে ফিলিন্ডীন, ইরাক, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানসহ পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম দেশের সাথে ইহূদী-নাছারা ও কাফের চক্রের কপটাচরণ ও চুক্তিভঙ্গের অসংখ্য ন্যীর বিদ্যমান রয়েছে।

[5]. ইবনু সা'দ ২/৫৪; আর-রাহীরু ৩**১৩** পৃঃ।

• Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=5499

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন